মেঘনাদবধ কাব্য।

দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

কলিকাতা।

১২ সে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল।

মঙ্গলাচরণ।

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্য-বিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

কলিকাতা।
১২ সে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল।

মেঘনাদবধ কাব্য।

প্রথম সর্গ।

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি,
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি ও চরণঅরবিন্দ, মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)

যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধূ বিঁধিলা নিষাদ,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়াকর সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
দস্যুবৃত্তি প্রবৃত্ত পাষণ্ড নরাধম
আছিল যে নর, এবে, তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকরঃ
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
বিষবৃক্ষ চন্দনবৃক্ষের শোভা ধরে!
হায় মা, এ হেন পুণ্য কি আছে আমার?
কিন্তু গুণহীন যে সন্তানগণ মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। ঊর তবে, ঊর, দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; ঊরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরি
কল্পনা! কবির চিত্ত ফুলবন মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শতশত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিক গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানসসরসে

সুরম্য কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরাধরে; ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
স্বয়ম্বর গেহে। ক্ষণপ্রভা সম হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়ন!
ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী।
ধরে ছত্র ছত্রধর, হর কোপানলে
না পুড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে!
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ,
পরিমলময় বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, আহা, মনোহর যথা
বাঁশরী স্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
পুত্রশোকে বাক্যহীন! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসন;
যথা তরু, সরস শরীরে তীক্ষ্ণ শর
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। করযোড় করি,

দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূষরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শতশত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
এক মাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া,
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধন?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায়রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল মান একাল সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে

নাশে রক্ষ, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! সমূলে নির্ম্মূল হব আমি
এর শরে; তা না হলে, মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষসকুল রক্ষণ? হায়, সূর্পনখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুইরে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগ? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবকশিখা রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈমগেহে? হায়, ইচ্ছাকরে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাটশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, গদাধর ভীমসেন গদাঘাতে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
তোমারে বুঝায় হেন সাধ্য কার আছে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ মনে মনে ;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, ভূধর অধীর কভু নহে
সে পীড়নে। বিশেষতঃ, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা অধিপতি ;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্যপ্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ্। হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?

কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কার:
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জন;
সিংহনাদ; জলধির কল্লোল; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগণ; বিদ্যুতঝলা সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
"এই রূপে যুঝিলা শম্বররিপুরূপী
পুত্র তব, হে রাজন্। কতক্ষণ পরে,
যুদ্ধে প্রবেশিলা আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক মুকুট শিরে, করে ভীমধনু,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া

পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিল সকলে।
অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর;—“কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?”
“কেমনে, হে মহীপতি,” পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, “কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
যথা অগ্নিময়চক্ষু হর্য্যক্ষ দুর্জ্জয়,
কড়মড়ি ভীষণ দশন, পড়ে লাফি
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রোষে
কুমারে: চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি রবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। হরষে বিষাদে লঙ্কাপতি

কহিলা; "সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কালফণী,
কভু কি অলস ভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর চূড়ামণি
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়ন।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ শিখরে,
কনক উদয়াচলে যেন দিনমণি
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারিসারি পুষ্পবন মাঝে;
কমলআলয় সরঃ; উৎসরজঃ ছটা;
তরুরাজী; ফুলকুল—চক্ষুবিনোদন
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; বিপণি, রঞ্জিত নানা রাগে,
বিবিধ রতন পূর্ণ; এ জগত যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কা, তোর পদতলে,
জগতবাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা

জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা, নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
কিম্বা নক্ষত্রমণ্ডল আকাশ মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্বদ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নববলে বলী;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক
ভূষিত, হীমান্তে অহি ভ্রমে উর্দ্ধফণা—
ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে!
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায়রে, বিষন্ন এবে জানকী বিহনে,
কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশী! সঙ্গে লক্ষ্মণ, পবনপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
যথা ঘোর কাননে, কিরাতদল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরীকামিনী,—
নয়নরমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শকুনী, গৃধিনী, শিবাকুল,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে,

নাশে ক্ষুধাঅগ্নি কেহ; শোষে রক্তস্রোতঃ!
পড়েছে কুঞ্জর পুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণরথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনু,
তূণ, শর, পরশু, মুদ্গর, ভিন্দিপাল
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ডহাতে, যম দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায়রে, যেমতি
স্বর্ণচূড় শস্য, কৃষীবলবলে ক্ষত,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নীবাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ:—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শতধিক্ তারে!

তবু, বৎস, মোহমদে মুগ্ধ যে হৃদয়,
কোমল সে ফুল সম। এ বজ্র আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
যিনি অন্তর্যামী: আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;
কিন্তু, দেব, পরের যাতনা দেখি তুমি
হও কি হে সুখী? পিতা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগতপিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
এই রূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ নিচয়,
ফেণময়, ফণাময় যথা ফণীবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব বন্ধন সেতু, রাজপথসম
প্রশস্ত: বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদল পতি:
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,

রত্নাকর? কোন গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন বৈরী তুমি; প্রভঞ্জন সম
ভীমপরাক্রম! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধব উরসে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে ভাঙি এ জাঙাল,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক আসনে
সভাতলে; নীরবে বসিলা মহামতি
শোকাকুল; পাত্রমিত্র, সভাসদ্ আদি
বসিল সকলে, হায়, বিষন্নবদনে।
হেন কালে সহসা ভাসিল চারিদিকে
মৃদু রোদন নিনাদ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিনীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে দেবী চিত্রাঙ্গদা।

আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণ হীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন হীন বনসুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কালফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভায়!
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারি ধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর;
ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে;—
"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূলরতন?

দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধন?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা!
আমি. বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ বীরশূন্য এবে, নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বারুইর বরজে সজারু পশি যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেছে শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক ফাটিছে আমার
দিবানিশি! হায়, দেবি যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমূলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে!"
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি;—

"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? উজ্জ্বল আজি এ বংশ আমার
তব পুত্র পরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, হে বিধুবদনে, তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার: ধন্য বলে মানি
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজত প্রাচীর সম শোভে জলনিধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্রনর। তব হৈমসিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে,

মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি!
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদল লয়ে,
চলি গেলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজিয়া কনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃসম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
[redacted] আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী আবৃত দেহ, আইলা কাতারে।

আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ মণ্ডলে
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃ কুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। বাজিল চারিদিকে ঘোর রোলে
রণবাদ্য, হয়বাহ হেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শংখ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড টঙ্কার সহ অসির ঝণ্ঝনি
ভয়ঙ্কর। সাজাদেশে সাজিল রাক্ষস।
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদ ভরে;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে
কনক পঙ্কজ বনে, প্রবাল আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয় সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা

আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ুবৃন্দ; কারাগারে রোধিতে সবারে।
হাসিয়া কহিলা দেব;—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণ লঙ্কাধামে,
সাধিবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ;—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণ কমলটী দিও কমলারে।
কহিও যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি গৃহ, গিয়াছেন চলি।"

উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী আদেশে,
জলতল হতে, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ কান্তি ছটা—
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদ পরিমল আশে
সুস্বনে। কুসুম রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজি যথা।
শত স্বর্ণধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউল।
শত স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার—
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপ শত
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা শশিকলা করে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দুবদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়াদশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা!
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল আসনে;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে?

প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা! ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস মাধব উরসে;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে!
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটী, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি ;
তেঁই পাশীপ্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায়, লো স্বজনি,
দিন দিন হীনবীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী

ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
তার শত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীরচূড়ামণি।
ওই যে ক্রন্দনধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি
প্রমদাকুলরোদন! প্রতিগৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী:
  সুধিলা মুরলা; "কত, শুনি, মহাদেবি,
কোন বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল, লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে?"
  এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুলবালা রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণুরুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিনী, করে সুবর্ণ কঙ্কন,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে

দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল দণ্ড। বাজে বাদ্য গভীর নিক্কণে।
উড়ে কেতু, রতনে খচিত, শত শত
তেজস্কর। দুইপাশে, হৈম নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দু বদনের পানে;—
"ত্রিদিব বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
সুরীশ্বর, সুরবলদল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপাকরি কহ শুনি, কোন কোন রথী
রণহেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না;—
"হায়, সখি, বীরশূন্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী!
মহারথীকুলইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব দৈত্য নর ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণচূড়রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃদল পতি,
প্রক্ষ্বেড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমী, বলে
রিপুকুল কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা

মুর-অরি! রণমদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিত্—রক্ষঃকুল হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী;—
"প্রমোদ উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে কুমার,
না জানি বাহুবলেন্দ্র বীরবাহু বলী
হত রণে। যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনকপুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কাধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম উদ্গমে,
পাপেপূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিত্, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"

প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনু-
বিবিধ-রতনকান্তি-আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে।
উত্তরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল অম্বুরাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃকুললক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসবত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কতক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশপ্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিত। বৈজয়ন্তধাম সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারিদিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশ দেবী করিয়া প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণদ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!
উচ্চকুচযুগোপরি সুবর্ণ কবচ,

মহাসুর; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণরথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীরচূড়ামণি
বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতিকরযুগ (হায়রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরুকুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী; "কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করিপদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ! তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ়বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া,
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"
উঠিল পবনপথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাকশৈল, উজ্জ্বলি অম্বর।

শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিল জলধি।
সাজিছে রাবণরাজা, বীরমদে মাতি;—
বাজিছে রণবাজনা; গরজিছে গজ;
হেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিকধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিল কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা; "হে রক্ষঃকুলপতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ুঅস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শির, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে নিকষানন্দন;—
"রাক্ষসকুলশেখর তুমি, বৎস; তুমি
রাক্ষসকুলভরসা! এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি!
কে কবে শুনেছে, পুত্র, জলে শিলা ভাসে?
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"

উত্তর করিলা তবে অসুরারি রিপু;—
১ "কিছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে।"
কহিলা রাক্ষসপতি; "কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধুতীরে
তরুবর কিম্বা, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞসাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, পুত্র, রাঘবের সাথে।"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; "নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,
আর রাজআভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।

রক্ষঃকুলরবি ওই উদয় অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখবিভাবরী!
উঠ, রাণি, দেখ, ওই ভীমবামকরে
কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়ন্ত ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল!... দেখ তূণ, যাহে
পশুপতিত্রাস অস্ত্র পাশুপত সম!
গুণীগণশ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্রকেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশদুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি;
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃকুল কালি,
দণ্ডকঅরণ্যচর ক্ষুদ্রপ্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষসবাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনকলঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রী মেঘনাদবধেকাব্যে অভিষেকোনাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
ললাটে তারারতন। ফুটিল কুমুদ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠগৃহে গাভীবৃন্দ ধায় হম্বা রবে।
আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি,
শর্ব্বরী; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন কোন ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রাদেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, জলজন্তু, খেচর, ভূচর,
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশীপ্রিয়া ত্রিদশ আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোমনন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্রশিরে। রতনে খচিত
চামর, যতনে ধরি, ঢুলায় কিঙ্করী।
আইলেন সমীরণ, নন্দন কানন
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব বাদিত্র। ছয়রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশরাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা

সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা, সুচারুহাসিনী
চিত্রলেখা, সুকেশিনী, মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেবকুল মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণপাত্রে সুধারস।
কেহ বা দেব ওদনে; কুঙ্কুম, কস্তূরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মন্দারদাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্তধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিবনিবাসী সহ; হেনকালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুরপুর,
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তরিলা বাসব; "হে বারীন্দ্রনন্দিনি,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পদযুগ
সকলেরি বাঞ্ছা, মাতঃ! যার প্রতি তুমি,
কৃপাকরি, কৃপাদৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তার! কোন পুণ্যফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা; "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণলঙ্কাপুরে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহুযত্ন করি,
পুজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে

বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্মদোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রমকেশরীশূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতিপদে
বরিয়াছে দশানন। দেবকুলপ্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বলজ্যেষ্ঠ, রক্ষঃকুলশ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয়রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,

মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর ধ্বনি!
কহিলেন স্বরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগঅশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি। এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুরে শিরচূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্রবলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিত্‌ নাম তার। সর্ব্বশুচীবরে,
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্রপ্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী;—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি;
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাসশিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। সমূলে নির্ম্মূল না হইলে
রক্ষঃপতি, রসাতলে যায় ভব তল!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি
কি দোষ দেখিয়া তার, না ভাবেন মনে?
কোন পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, অদিতিনন্দন!

ত্র্যম্বকে না পাও যদি অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।”—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশীমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বরপথে সুকেশিনী,
কেশববাসনা দেবী, গেলা নীচগামী,
সোনার প্রতিমা, মরি! পড়িলে বিমল
সলিলে, উজলি জল, ডুবে যথা তলে!
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচীপানে
কহিলেন শচীকান্ত নিতান্ত মধুর
বচনে: “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি।
পরিমলসুখা সহ বহিলে পবন,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমলগুণে, শুন লো ললনে।”
শুনিয়া পতির বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ হৈমদ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুরনিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান; চমকিয়া জাগিল জগত্,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত
কূজনে; ফুটিল পদ্ম; মুদিল কুমুদ।
বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি কুলবধূ,
লজ্জাশীলা, আবরিলা কমলবদন!
মানসসকাশে শোভে কৈলাসশিখর
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,

শিখিপুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণফুলশ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি, পীতধড়া যথা!
নির্ঝর ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ সুরীশ্বরী,
প্রবেশিলা সুরীশ্বর আনন্দভবনে।
রাজরাজেশ্বরী রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব,
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণীসহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা;—"কহ, দেব, কুশল বারতা;—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জন?"
করযোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতিপদে; কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্তধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা ভগবতী।

কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক
লঙ্কাপুরী। তবপদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!
দেবকুলপ্রিয় বীর রঘুকুলমণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন রথী
যুঝিবে যে রণভূমে মেঘনাদ সাথে?
বিশ্বনাশা [illegible]শে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!”
উত্তরিলা কাত্যায়নী;—“শৈবকুলোত্তম
নৈকষেয়; মহাস্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।”
কৃতাঞ্জলি পুটে পুনঃ কহিলা বাসব;—
“পরম অধর্ম্মাচারী নিশাচরপতি—
দেবদ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্রনন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃসত্য রক্ষাহেতু, সুখভোগ ত্যজি

পশিল ভিখারীবেশে নিবীড় কাননে।
একটী রতনমাত্র আছিল তাহার
অমূল্য; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট: হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণজ্ঞান করে দেবগণে:
পরধন, পরদার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি?"
নীরবিলা সুরেশ্বর; কহিতে লাগিলা
বাণাবাণী শচীশ্বরী মধুর সুস্বরে;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোক বনে বসি দিবানিশি,
(কুঞ্জবনসখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙাচরণে, মাতঃ অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি!
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিবঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা; "রাবণেরপ্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী

শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুইজন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনকলঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃকুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কে কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!”
কহিলা বিনত ভাবে অদিতিনন্দন;—
“তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তিদায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবনে; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হ্রাসো বসুধার ভার; বসুন্ধরাধর
বাসকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।”
এইরূপে দৈত্যরিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেনকালে সহসা পূরিল গন্ধামোদে
পুরী; শংখ ঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশভাবিনী
সুধিলা; “লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,

কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে? ”
মন্ত্রপড়ি, খড়ি পাতি, করিয়া গণনা,
হাসিয়া বিজয়া কহে; “ হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি সংঘটিতঘটে, সিন্দুরে আঁকিয়া
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয় প্রদান তারে করগো, অভয়ে! ;
পরম ভকত তব কৌশল্যানন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি! ”
কাঞ্চন [illegible]
উত্তরিয়া কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী :—
“ দেবদম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি। ”
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদগামিনী
প্রবেশিলা হৈমগেহে। দেবেন্দ্র বাসবে,
ত্রিদিবমহিষীসহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা। কবরী বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চিরবিকচিত
কুসুমরতনরাজী। বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল!

স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুরধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়পদশব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগীবৃন্দ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি, দরশন দিলা!
প্রবেশি স্ববর্ণগেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা,—"কি রূপে আজি ভেটিব মহেশে?"
কিন্তু সতী স্মরিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ সাথে, [illegible]
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারেন সুখে,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ুতরঙ্গিণী রূপে, বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা তার যথা
অঙ্গুলিপরশে: চলি গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি মধুমতী, কৈলাস শিখরে।
হায়রে, নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি দূতী উষার চরণে,
নমিল, মদনপ্রিয়া হরপ্রিয়া পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনীমূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপুঃ, আনি

নানা আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুমকুন্তলা!”
 এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মার্জ্জি চুল, বিনাইলা মনোহর বেণী।
দোলাইলা আনি ধনী বিবিধভূষণ,
হীরা, মণি, মুকুতা খচিত: আনি দিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তূরী;
কৌষেয় বসন, রত্নসঙ্কলিত আভা।
লাক্ষারসে পা দুখানি আঁকিলা হরষে।
শশীমুখী ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধরি,
সাজিলা নগেন্দ্রবালা, রসানে মার্জ্জিত
হেমকান্তিসম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল:
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র আনন;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমলসলিলে
নিজ বিকচিতরুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মরহরপ্রিয়া স্মরপ্রিয়া পানে,—
“ডাক তব প্রাণনাথে।” অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদনবাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুলধনু, আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া উল্লাসে!
 কহিলা শৈলেশসুতা; “চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে দেব; চল ত্বরাকরি।
 অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,

মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষদোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহশোকে ত্যজি বিশ্বভার
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুলধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুলশর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে।—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মম মিনতি।"
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, জীবননাশক

বিষ যথা বাঁচায় জীবন বিদ্যাবলে!"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমলপদে,—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্রনন্দিনি,
বাহির হইবা, কহ, এ মোহিনী বেশে?
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিয়া
ও রূপমাধুরী, সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর বৃন্দ যবে মথিয়া সিন্ধুরে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইল কেশব।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে হেরি ত্রিভুবন,
কামাকুল, চাহিয়া রহিল তাঁর পানে!
অধরঅমৃতআশে ভুলিলা অমৃত
দেবদৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইলা হেরি উচ্চ কুচযুগ!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়ব।

হায়রে, নলিনী যেন দিবা অবসানে
ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নিশিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিম্বা সুধাধন যেন, চক্রপ্রহরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশুমণ্ডলে!
দ্বিরদরদ নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা! সাথে মন্মথ, হাতে ফুলধনু,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুলশরে ভরা——
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী!
কৈলাসশিখরীশিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে; তথায় দেবী ভুবনমোহিনী
উতরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জলকান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে; পালাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে!
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপস্বী,
বিভূতি ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
নিমগ্ন তপঃসাগরে, বাহ্যজ্ঞান হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি?
হান তব ফুলশর!" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
সম্মোহন শরে শূর বিঁধিলা উমেশে!

সিহরিলা শূলপাণি ! লড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে !
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুলধনু পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরীকিশোর ত্রাসে কেশরিণীকোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়াঘনআবরণ ত্যজিলা গিরিজা।

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা; "এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান,
ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে

প্রফুল্লিল ফুলকুল; মকরন্দ লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া;
বহিল মলয়বায়ু; গাইল কোকিল;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
(কি আর আছেরে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে?) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুমধনু টংকারি, কুসুম-
শরজাল,—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু!
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব, "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচীসহ আসিয়াছে কৈলাস সদনে,
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন;
কিন্তু নিজ কর্ম্মফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেব কি মানব,
কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশো, মহেশি,
মায়াদেবী নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণশূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে

বিহঙ্গমরাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখসদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরসি প্রসূনাসার—কুমুদ, কমল,
মালতী, সেঁউতী, জাতি, পারিজাত আদি
মন্দসমীরণ প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে সহ মহাদেবী।
দ্বিরদরদনির্ম্মিত হৈমময়দ্বারে
দাঁড়াইয়া বিধুমুখী মদনমোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেনকালে মধুসখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশিরনীরের বিন্দু শতদল দলে,
উদয় অচলে ভানু দিলে দরশন!
পাই প্রাণধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারীশুক যথা)
কহিলেন প্রিয়ম্বদা; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব নামে, নাথ, সদা কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব কথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়োনা গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর!" হাসিয়া হাসিয়া
উত্তরিলা পঞ্চশর; "ছায়ার আশ্রমে,

কে কবে ভাস্করকরে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুলপতি।"
  সুবর্ণআসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বার্ত্তা। আরোহিয়া রথে দেবরথীবর
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্পাশিরচামর; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
  কতক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথবর,
সুরকুলরথীবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে?
সৌরথরতরকরজাল সঙ্কলিত
আভাময় আসনে বসেন কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। করযোড়ে প্রণমি বাসব
কহিলা;—"আশীষ দাসে, বিশ্ববিমোহিনি!"
  আশীষি সুধিলা দেবী;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
  উত্তরিলা দেবপতি;—"মহেশ আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণশূর মেঘনাদ শূরে।"
  ক্ষণকাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে;—

"দুরন্ত তারকাসুর, সুরকুলপতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে; কৃত্তিকাকুলবল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লাভিলা তৎকালে।
বধিতে দানবরাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভধ্বজ, সৃজি রুদ্রতেজে
অস্ত্র। ওই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীর, অক্ষয়, পূর্ণশরে,
বিষাকর ফণীপূর্ণ নাগলোক যথা!
ওই দেখ ধনু, দেব!" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কিছার ইহার কাছে দাসের এ ধনু
রত্নময়! দিবাকর পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলকবর—ধাঁধিয়া নয়ন!
অগ্নিশিখা সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?"
"শুন দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদমৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রেরো তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,

রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস সংগ্রামে।
যাও চলি সুরদেশে, সুরদলনিধি।
ফুলকুলসখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চিরত্রাস বীরেন্দ্র কেশরী
ইন্দ্রজিত ত্রাসহীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজরবি যাবে অস্তাচলে!”

মহানন্দে দেবইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অন্তরালে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।

বসি দেব সভাতলে কনকআসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে;—
“যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণলঙ্কাধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্বকুলপতি, ত্রিদিবনিবাসী
মঙ্গলআকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হরপ্রিয়া, সুপ্রসন্ন তারপ্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও, সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহীমনোরঞ্জন রঘুকুলমণি।
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি

আদেশিব আবরিতে গগণ; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, আজ্ঞা দিব ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ুকুল; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;
দম্ভোলি গম্ভীর নাদে জগৎ পূরিব।”
প্রণমি দেবেন্দ্রপদে, যতনে লইয়া
অস্ত্র, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেবকুলনাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, “প্রলয় ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদল; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব ক্ষণকাল বৈরী তব সিন্ধুসনে
নির্ঘোষে!” উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
তিমির গহ্বরে যথা রুদ্ধ বায়ু যত
ভীমাকৃতি। কতদূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহল; গিরি (দেখিলা) লড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল! কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গশৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ নিকর
কল্লোলিল, বায়ুসঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল
ক্ষণপ্রভা; কড়কড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।

ছাইল মঙ্কার মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড় মড়ে ; মহাঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজআভরণ দেহে : শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশিচক্র সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর——ঝল ঝল ঝলে !
কেমনে বর্ণিবে কবি দেবভূণ, ধনু,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়ন,
স্বর্গীয়সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া দেবদূত পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা ! “হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোনদেশে সাজে
এহেন মহিমা, রূপে ?——কেন হেথা আজি,
নন্দনকানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায় ! ” আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—

"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;
চির অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে ; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ, নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়!"
কহিলা রঘুনন্দন ; "আনন্দ সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত ; "শুন, রঘুমণি,
দেবপ্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন,
ইন্দ্রিয়দমন, ধর্ম্মপথে সদাগতি ;
নিত্য সত্যদেবীসেবা। চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!"
প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে, গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিল জলধি ;

হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদলসহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণক্ষেত্রে, শিবা
শবহারী; পালে পালে গৃধিনী, শকুনী,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম প্রহরণ ধারী—মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রী মেঘনাদবধেকাব্যে অস্ত্রলাভোনাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ ।

প্রমোদউদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি বিরহে কাতরা যুবতী ।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজকুঞ্জবনে, হায়রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী ।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্যনীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা ! কভু বা উঠি উচ্চগৃহচূড়ে,
একদৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কাপানে,
অবিরল চক্ষুজল পুঁছিয়া আঁচলে !—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীতধ্বনি । চারিদিকে সখীদল যত,
বিরসবদন, মরি, সুন্দরীর শোকে !
কে না জানে ফুলকুল বিরসবদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ?
উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে ।
সিহরি প্রমীলা সতী, মৃদুকলস্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্তসৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি, কহিতে লাগিলা ;—
"ওই দেখ, আইল লো তিমিরযামিনী,
কালভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি ! কোথায়, সখি, রক্ষঃকুলপতি,

অরিন্দম ইন্দ্রজিত, এ বিপত্তি কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি।
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুরশরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুঞ্জবনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকনিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দাম, বিজয়ীরথচূড়ায় যেমতি
বিজয়পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসীসহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজীভালে,
(মণিময় সিঁথীরূপে) জোনাকের পাতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
ঝরিল শিশির নীর, কে পারে কহিতে?

কতদূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিনবদনা, মরি, মিহিরবিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশাকালে,
ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পরাণো দহিছে লো বিচ্ছেদ অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে?"
অবচয়ি ফুলচয় সে নিকুঞ্জবনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি,
কহিলা প্রমীলা সতী, "এইত তুলিনু
ফুলরাশি; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি!
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
কহিল বাসন্তী সখী; "কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য-সাগর—
সম রাঘবীয়চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
রুষিলা দানব বালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী জলধি উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তারগতি?
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃকুলবধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"
এতেক কহিয়া সতী, গজপতিগতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারীদেশে, দেবদত্ত শংখ নাদে রুষি,
রণরঙ্গে বীরাঙ্গণা সাজিল কৌতুকে;—
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জ! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা উজলিল পুরী!
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধকর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিনীর বোলী,
ডমুরুর রবে যথা নাচে কালফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।

নৃমুণ্ডমালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া একশত চেড়ী।
অশ্বপার্শ্বে কোষে ধ্বনি বাজিল ঝণ্ঝণি।
নাচিল শির্ষক চূড়া; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে:
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানবদলনীপদ্মপদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!
বাজিল সমরবাদ্য; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
রোষে লাজভয় ত্যজি সাজে, তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীটছটা কবরী উপরি,
হায়রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশীকলা! উচ্চকুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশ যতনে আঁটিলা
বিবিধরতনময় স্বর্ণ সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে দুলিল ফলক,
রবির পরিধি যেন ধাঁধিয়া নয়ন!
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে বর্ত্তুল
যথা রম্ভা বনআভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান অসি; দীর্ঘশূল করে;

ঝলমলি জ্বলে অঙ্গে নানা আভরণ!—
সাজিলা দানব বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মদ বীরমদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নিশিখা!
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে; „লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানবকুলসম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষতশোণিতনদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পনখা পিসী
মাতিলা মদনমদে পঞ্চবটীবনে;
দেখিব লক্ষ্মণশূরে; নাগপাশ দিয়া

বাঁধি লব বিভীষণ—রক্ষঃকুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষদল, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুত আকৃতি;
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরিমাঝে!”
  নাদিল দানব বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধুকালে!
  যথা বায়ুসখা সহ দাবানলগতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনকলঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা? অগ্নি শিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামাবল দলে।
  কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শতশংখ ধরি
ধ্বনিলা, টংকারি রোষে শত ভীম ধনু,
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত গহ্বরে সিংহ; বনহস্তী বনে;
ডুবিল অতলজলে জলচর যত!
  পবননন্দন হনূ ভীষণদর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা;—
“কে তোরা এ নিশাকালে আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি

থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন প্রভু রঘুকুলমণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনাবেশ ধরিলি, দুর্ম্মতি?
জানি আমি নিশাচর পরমমায়াবী।
কিন্তু মায়াবলে আমি টুটি বাহুবলে;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!)
কোদণ্ড টংকারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণলয়ে পালা, বনবাসি!
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণঠাকুরে,
রাক্ষসকুলকলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিত্—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে পতিপদ পূজিতে যুবতী!
কোন যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে?"
প্রবল পবন বলে পবননন্দন
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনামাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণপ্রভাসম বিভা খেলিছে কিরীটে;

শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম; সৌরঅংশুরাশি,
মণিআভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি!
বিস্ময় মানিয়া হনূ ভাবে মনে মনে;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানবনন্দিনী মন্দোদরীগত যত
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃকুলবালা দলে, রক্ষঃকুলবধূ,
(শশীকলা সমরূপে) ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোকবনে (হায় শোকাকুলা)
রঘুকুলকমলিনী;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপমাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেমপাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনানন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে;—
বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবিকুলরবি,
লক্ষ লক্ষ বীরসহ আইলা এ পুরে।
রক্ষঃরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা,
কহ কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ; হনূমান্ আমি
রঘুদাস; দয়াসিন্ধু রঘুকুলনিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে?

কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি;
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনূর কাণে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা!—"রঘুবর পতিবৈরী মম;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্রকেশরী,
নিজভুজবলে তিনি ভুবনবিজয়ী;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপুসহ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে,
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর; যে বিদ্যুতছটা
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে,
বিবরিয়া কবে রামা; যাও ত্বরা করি।"
নৃমুণ্ডমালিনী দূতী, নৃমুণ্ডমালিনী
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরিদল মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরী,
তরঙ্গনিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগরজলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত

দড়েরড়ে জয় রবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটিদেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী,
জরজরি সর্ব্বজনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শির্ষকের চূড়া,
চন্দ্রককলাপময়, নাচে কুতূহলে,
ধকধকে রত্নাবলী কুচযুগ মাঝে
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধুকালে!
নবমাতঙ্গিনীগতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশদিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনীসখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ মাঝে!

শিবিরে বসেন প্রভু রঘুচূড়ামণি;
করপুটে শূরসিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্রকুলসম তেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম অঞ্জলি
আবৃত; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে;
সারি সারি চারিদিকে জ্বলিছে দেউটি।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেবঅস্ত্রপানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ; চর্ম্মবর কেহ,
সুবর্ণমণ্ডিত যথা দিবা অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ; তূণীর কেহ বা;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি! আপনি সুমতি

ধরি ধনুবরে করে কহিলা রাঘব;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহুবলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!
কেমনে, লক্ষ্মণভাই, নোয়াইবে এরে?"
সহসা নাদিল ঠাট; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশদেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগরকল্লোল যথা: ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিল হেথা?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবী রূপিণী বামা" কহিলা নৃমণি,—
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কাধাম; পূর্ণ ইন্দ্রজালে;
কামরূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি। তোমা বিনা মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তিকালে?
রামের চিররক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
হেন কালে হনূসহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলিপুটে,
(ছত্রিশ রাগিনী যেন মিলি এক তানে!
কহিলা; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—নৃমুণ্ডমালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরি,

বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।” আশীষিয়া, ধীর দাশরথি
সুধিলা; “কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।”
উত্তরিলা ভীমারূপী; “বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ বলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল যুদ্ধে সদা মোরা রত;
যথা রুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখীদলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী——হেরি মৃগপালে।
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোয়াইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশির মণ্ডিত)
বৃন্দে নোয়াইয়া শিরঃ মন্দসমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি; “শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি; তোমরা সকলে
কুলবালা; কুলবধূ; কোন অপরাধে

বৈরীভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্কহৃদয়ে।
জনম রামের, রামা রঘুরাজ কুলে
বীরেশ্বর; বীরপত্নী তোমার ভর্ত্রিনী।
কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতিভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে!
ধন্য ইন্দ্রজিত্! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী:
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে;
বনবাসী, ধনহীন বিধিবিড়ম্বনে;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি!"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনুরে,
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামাদলে"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজকুলঅরি?" কহিলা রাঘব;
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি!
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃপুত্রবধূ।"

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশদিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভারাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণ বারিদ পুঞ্জ! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়াদড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষেবদ্ধ অসির ঝন্ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড়সঙ্গে বহে যেন কাকলীলহরী;
উড়িছে পতাকা—রত্ন সঙ্কলিত আভা;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজীরাজী,
বোলিছে ঘুঙ্গুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরিচূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দুপাশে
অটল; চলিছে বামাদল মধ্যপথে,
উপত্যকাপথে যথা মাতঙ্গিনীযূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্বঅগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী,
কৃষ্ণহয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজদণ্ড করে
হৈমময়; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে!
তার পাছে শূলপাণি বীরাঙ্গনা মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশীকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন সম্ভবা বিভা ক্ষণপ্রভা সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি

ধরিয়া কুসুম ধনু, মুহুর্ম্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম শর! সিংহ পৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্ররমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে!
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেল বামাকুল। কেহ টংকারিলা
শিঞ্জিনী; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি;
আস্ফালিলা শূল কেহ; হাসিলা কেহবা
অট্টহাসে টিটকারি; কেহবা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীরমদে, কামমদে উন্মাদ ভৈরবী!
লক্ষ্যকরি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব;
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্ররত্নোত্তম।
নাপারি বুঝিতে কিছু; চঞ্চল হইনু
এপ্রপঞ্চ দেখি, সখে; বঞ্চোনা আমারে।
চিত্ররথরথীমুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়াদেবী দাসের সহায়ে;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?"
উত্তরিলা বিভীষণ; "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহিনাথ, কহিনু তোমারে।

কালনেমী নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তিসম তেজঃ! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলি নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!
জগতের রক্ষা হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদকল কালহস্তী! যথা বারিধারা
নিবারে কাননবৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কালফণী, দুরন্ত দংশক!
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"

কহিলেন রঘুপতি; "সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে!
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, হনুমান্ গিরি
সম অটল সমরে! কিন্তু শুভক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব কহ, রক্ষঃকুলমণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;
কে রাখে এ মৃগপালে? দেখ হে চাহিয়া,

উথলিছে চারিদিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণীমনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত!—
ভেবে দেখ মনে, শূর, কালসর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষদন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিত্। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্ত, সফল তবে মনোরথ হবে;
নতুবা এনেছি মিছে সাগর বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোয়াইয়া
ভ্রাতৃপদে; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভবমণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লাভে?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃকুলপতি;
তার পাপে হতবল হবে রণভূমে
মেঘনাদ; পিতৃপাপে পুত্রের মরণ।
লঙ্কার পঙ্কজ রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুররথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?"
উত্তরিলা বিভীষণ: "সত্য যা কহিলে,
হে বীরকুঞ্জর! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃকুলপতি!
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর অরি

মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী;
নৃমুণ্ডমালিনী, যথা নৃমুণ্ডমালিনী,
রণপ্রিয়া! কালসিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে;
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে, সখে, দেখ সেনাগণে;
কোথায় কে জাগে? মহাক্লান্ত আজি সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারিদিকে—
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী;
কোথা বা সুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে।"
"যে আজ্ঞা," বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
ঊর্ম্মিলাবিলাসী শূরে। সুরপতি সহ
তারকসূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি সহ ইন্দু সুধানিধি।—
লঙ্কার কনকদ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোররবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা!
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়ন করে;
তালজঙ্ঘা—তালসমদীর্ঘগদাধারী,

ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত ! হেষিল অশ্বাবলী ;
নাদে গজ ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে ;
দুরন্ত কৌন্তিককুল কুন্ত আস্ফালিল ;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে.
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি স্রোতোরাশি
নিশীথে : আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া !—
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী .
“ কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে ?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃকুলবধূ,
খুলি চক্ষু দেখ চেয়ে।” অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হুড় হুড় হুড়ে :
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার ! পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনকলঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নিশিখা দেখি পতঙ্গনিকর
ধায় রঙ্গে, চারিদিকে আইলা ধাইয়া
পৌরজন . কুলবধূ দিলা হুলাহুলী,
বরষি কুসুমাসার ; যন্ত্রধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী ; হেষি আস্কন্দিল
হয়বৃন্দ ; ঝন্ঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,

নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কতক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ কহিলা কৌতুকে;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাসধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদতলে তবে; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা।
"ও পদপ্রসাদে, নাথ, ভববিজয়িনী
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে, বিরহ অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইনু
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে তাঁর কাছে.
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীরভূষণ; পরিলা দুকূল
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীনস্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে, কামের বাস; ভালে তারা গাঁথা
সিঁথি; কর্ণে কুণ্ডল; অলকে মণি-আভা!
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দনীরে রক্ষচূড়ামণি
মেঘনাদ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।
গাইল গায়কদল; নাচিল নর্ত্তকী;

বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ আলয়ে
যথা ; ভুলি নিজ দুখ, পিঞ্জর মাঝারে,
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশুস্পর্শে যথা অম্বুরাশি।—
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রিকেশরী
চলিলা উত্তর দ্বারে : সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীরদল সাথে,
বিন্ধ্যশৃঙ্গবৃন্দ যথা,—অটল সংগ্রামে :
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি,
বৃথা নিদ্রাদেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূলপাণি কৈলাস শিখরে।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূমশূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্রমণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভস্থলে।
চারিদ্বারে বীরব্যূহ জাগে ; যথা যবে
বারিদ প্রসাদে পুষ্ট শস্যকুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্রপাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষসকুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।

হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কাপানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীরবেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনীদল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ কঞ্চুক বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নরলোকে?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্যযুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে।
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরীবন্ধনে!
তুরঙ্গম আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গহিল্লোলে
কনককমল যেন মানসসরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী; "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নরলোকে?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানবনন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে,
কি রূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগতজয়ী ইন্দ্রজিত তেজে;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল
বায়ুসখী অগ্নিশিখা সে বায়ুর সহ!

কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?"
ক্ষণকাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী;
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবিকরস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি,
আভাহীন হয় সে, লো, দিবা অবসানে;
তেমতি নিস্তেজা কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে! পতিসহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রাদেবী আইলা কৈলাসে;
লভিলা কৈলাসবাসী কুসুমশয়নে
বিরাম; ভবের ভালে দীপি শশিকলা,
উজলিল সুখধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে !
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি ; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর কালিদাস—সুমধুরভাষী ;
মুরারিমুরলীধ্বনিসদৃশ মুরারি
মনোহর ; কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এবঙ্গভূমি অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতারসসরসে, রাজহংসকুল
সহ কেলি করি আমি, তুমি না শিখালে ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলিয়া যতনে
তব কাব্যোদ্যান ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।—
ভাসিছে কনকলঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণদীপমালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;

নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধুপানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফলফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে; ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরামবরপ্রার্থনে!—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিত কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগালসদৃশ
বৈরীদল সিন্ধুপারে; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু ধনে!" আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদসলিলে?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে,
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরব! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসবকৌতুকে—

হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিনবদনা দেবী, হায়রে, যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে!
রহিয়া রহিয়া দূরে স্বনিছে পবন,
নিশ্বাসে বিলাপী যথা! নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিনী,
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ বারতা!
না পশে সুধাংশু অংশু সে ঘোর বিপিনে!
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবু ও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্বরূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেনকালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে, সরমাসুন্দরী—
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে!
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুরস্বরে; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে;

এইকথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পাদুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গঅলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?”
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোটা
সীমন্তে; সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি ললাটে, আহা! তারা রত্ন যথা!
দিয়া ফোটা, পদধূলি লইলা সরমা।
“ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেবআকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চিরদাসী দাসী ও চরণে!”
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে; আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশদিশ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী:—
“বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্নহেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে?”
কহিলা সরমা; “দেবি, শুনিয়াছে দাসী

তব স্বয়ম্বরকথা তব সুধামুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি?
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমা রক্ষোরাজ, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়া করি, রাঘবের ঘরে
পশিয়া, করিল চুরি অমূল রতন?”
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—“হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
“ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—

দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
" ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘুকুলবধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটীবনচর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে—
পিকরাজ! কোন রাণী, কহ, শশীমুখি,
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি? শিখীসহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণঅঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত.
যথা বাসবের ধনু ঘনবরশিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদপ্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অমূলরতনসম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?

আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিল সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা; (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা!) "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবনপীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষপুরে?
"পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তারকান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবীকরে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু

গৌরকররাশিবেশে সুরবালা কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষিবংশবধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নবলতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরুসহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনীজামাই বলি বরিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগণ যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্তকান্তি : কভুবা উঠিয়া
পর্ব্বত উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশালরসাল মূলে ! কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা

পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখন ও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?" নীরবিলা আয়তলোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘবরমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগত আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবররব নবপল্লব মাঝারে
সরস মধুরমাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্যসুধা, দেবি, দেব সুধানিধি!

নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘবপ্রিয়া; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কতকাল পঞ্চবটীবনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল পরে!
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা: ধিক্ তারে! নারীকুলকালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে: ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড টংকারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলিপুটে
ডাকিনু দেবতা যত রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
"কতক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদুস্বরে, (হায়লো, যেমতি
স্বনে মন্দসমীরণ কুসুম কাননে
বসন্তে!) কহিলা কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘুরাজগৃহ
আনন্দ। এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,

হেমাঙ্গি?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?" সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা!
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষশাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে!
কতক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি; "ক্ষম দোষ মম,
মৈথেলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি!" উত্তর করিলা
মৃদুস্বরে সুকেশিনী রাঘববাসনা;—
"কি দোষ তোমার, সখি? শুন মন দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্বকথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি!)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পনখা মুখে।
হায়লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভমদে,
মাগিনু কুরঙ্গ আমি! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রাখাইতু রাখি ঘরে। বিদ্যুত আকৃতি
পালাইল মায়ামৃগ, কানন উজলি,
বারণারিগতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়নতারা আমি অভাগিনী!
"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথারে লক্ষ্মণভাই এ বিপত্তিকালে?

মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রিকেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি;—
'যাও, বীর; বায়ুগতি পশ এ কাননে;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি!'
কহিলা সৌমিত্রি; 'দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমরে হেথা, কে পারে কহিতে?
কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরামগুরু বলে?'—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ; 'মরি আমি! এ বিপত্তিকালে,
কোথারে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকি?'
ধৈরজ ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ব্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোরবনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্মদিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি!
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণাস্বরে কে স্মরে আমারে
দূরবনে?' ক্রোধভরে, আরক্তনয়নে
বীরমণি, ধরি ধনু, বাঁধিয়া নিমিষে

পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা;—
'মাতৃসম মানি তোমা, জনকনন্দিনি,
মাতৃসম! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা!
যাই আমি। গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে?
বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ আদি মৃগশিশু যত,
সদাব্রতফলাহারী, করভ, করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুলরাশি মাঝে দুষ্ট কালসর্পবেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?
"কহিল মায়াবী; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধু,
(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে!'
আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
করপুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরুমূলে। অতি
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—

(প্রতারিতরোষ আমি নারিনু বুঝিতে !)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্যস্থলে।
অতিথি সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক কালি, তুমি রঘুবধূ? কহ,
কি গৌরবে ব্রহ্মশাপে কর অবহেলা?
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্তঅরি;—
মোর শাপে'—লজ্জা ত্যজি, হায়লো স্বজনি,
ভিক্ষাদ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে! অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি!
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্মপাশে
চরিতেছিল হরিণী। সহসা শুনিনু
ঘোরনাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূরশ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বনসুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃকুলপতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তিকালে!
পুরিণু কানন আমি হাহাকার রবে।

শুনিনু ক্রন্দনধ্বনি ; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা !
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন ! হুতাশনতেজে
গলে লৌহ ; বারিধারা দমে কি তাহারে ?
অশ্রুবিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া ?
"দূরে গেল জটাজূট ; কমণ্ডলু দূরে !
রাজরথী বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণরথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুরস্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !
"চালাইল রথ রথী। কালসর্পমুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা ! স্বর্ণরথচক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কাননরাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ ! প্রভঞ্জনবলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে লড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী, ছড়াইনু পথে ;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। দশাননে বৃথা গঞ্জ তুমি।"
নীরবিলা শশীমুখি। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথেলি ;
দেহ সুধা দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণকুহর আজি আমার !" সুস্বরে

পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দুনিভাননা ;—
 "শুনিতে লালসা যদি, শুনলো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ কথা কে আর শুনিবে?—
 "আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃংখল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
 'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘুচূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবনবিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূতপদে
বরিণু তোমায় আমি, যাও ত্বরাকরি
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুলকুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধুসখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এই রূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
 "চলিল কনকরথ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরিচূড়া, বন, নদ, নদী,
নানাদেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?—
 "কতক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে

ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
কুরঙ্গীরাজী, স্বর্ণরথ হইল অস্থির!
দেখিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব মূরতি
গিরিপৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ! 'চিনি তোরে' কহিলা গভীরে
বীরবর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেমদীপ? জানি আমি এই ধর্ম্ম তোর!
অস্ত্রীদল অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণশরে! আয়, মূঢ়মতি:
ধিক্ তোরে, রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
নাহি আর তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে!'

"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে!

"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগণমার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীরসঙ্গে হুহুঙ্কার নাদে।
অবলারসনা, ধনি, পারে কে বর্ণিতে
সে রণ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!
সাধিনু দেবতাকুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে
অরি মোর, উদ্ধারিতে বিষম শঙ্কটে
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূরদেশে। হায় লো, পড়িনু,
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!

আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি।
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুতি যথা রত্নরাশি রাখে সে গোপনে—
পরধন! আসি মোরে তরাও, জননি!'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;
কাঁপিল বসুধা; দেশ পূরিল আরবে।
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃদিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসীপাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুরবাণী;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংসে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ব্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথেলি!
ভবিতব্যদ্বার আমি খুলি; দেখ চেয়ে।'
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি;
পঞ্চজন বীর তথা, নিমগ্ন সকলে

দুঃখের সলিলে যেন! হেনকালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরসবদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চজনে
পূজিল রাঘবরাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিল সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজসিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষবর পঞ্চজন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীরসিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীরপদভরে!
সভয়ে মুদিনু আঁখি। কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধা নগর ওই। ইন্দ্রতুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্রদল জলস্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়্মড়ে
ভাঙিল নিবিড়বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বনজীব পালাইল দূরে;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।
উতরিলা সৈন্যদল সাগরের তীরে।

দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা! শৃঙ্গধরে ধরি, ভীমপরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পীকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগর
লঙ্ঘি, বীরমদে পার হইল কটক!
টলিল এ স্বর্ণপুরী বৈরীপদ চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে!
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণমন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃকুলপতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসারমদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীরকুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিলা সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথেলী রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,

সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়াগুণে!
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন।—
"সাজিল রাক্ষসবৃন্দ যুঝিবার আশে;
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীরদলে,
তেজে হুতাশনসম, বিক্রমে কেশরী!
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?
বহিল শোণিতনদী! পর্ব্বত আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনী, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম, পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুক্কুর; লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
"দেখিনু কর্ব্বুরনাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিনবদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল। ঘোর রণে রাঘববিক্রমে
লাঘব গরব, সই! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম।
কে রাখিবে রক্ষঃকুলে সে যদি না পারে?'
ধাইল রাক্ষসদল; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারীদল দিল হুলাহুলি।
বিরাট মূরতিধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে?)

কাটিলা তাহার শিরঃ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। জয়রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিল রাবণ!
কাঁদিল কনকলঙ্কা হাহাকার রবে!
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,—
'রক্ষঃকুল দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার!
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি!
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মিলিয়া।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুরবালাদলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে 'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীর? যাইব আমি যথা কান্ত মম
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনীবেশে তারে দেখুন নৃমণি!'

"উত্তরিলা সুরবালা; 'শুন লো মৈথেলি!
সম্ভবে খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে
প্রক্ষারি রাজহস্তে দান করে দাতা!'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে!
হেরিনু সুন্দর নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটী,
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা
আমার;—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ রূপে)
কহিলা; "পাইবে নাথে, জনকনন্দিনি!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা; পড়েছে সংগ্রামে
দেবদৈত্যনরত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষলক্ষ বীরসহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুরস্বরে;—

"মেলি আঁখি, শশীমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীরকেশরী,
তুঙ্গশৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
"কহিল রাঘবরিপু; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলিয়া, দেখ চেয়ে, ইন্দুনিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগত বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজবলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়নন্দন!
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?'
'ধর্ম্মকর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ;'—কহিলা শূর অতি মৃদুস্বরে—
'সম্মুখসমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রাখিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারীরতনে!'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা!
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে: 'সীতা নাম, জনক দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী, কহিও একথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'
"উঠিল গগণে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়! বহিছে কল্লোলে,

অতল, অকূল জল, অবিরাম গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে : ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে ! অনম্বর পথে
চলিল কনক রথ মনোরথগতি।
" অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক পুরী
রঞ্জনের রেখা ! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণগঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা ?
সুবর্ণ পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জবিহারিণী ?
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি !
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা ?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজকুলবধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে !"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা ; " দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা ! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভুবনজয়ী

সোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তুকুল ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শবরাশি! কাণ দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবাবধূ! আশু পোহাইবে
এ তব দুঃখশর্ব্বরী! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরীদল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ঋতুকুলেশ্বরে!
ভুলোনা দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী ধনে!
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী তুমি দয়া এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনীরূপী
এ কালকনকলঙ্কাশিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"

নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘুকুলকমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার রাঘবদাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব শঙ্কটে!"
কহিলা মৈথিলী; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে, শুনি আমি দূর পদধ্বনি,
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী, সে বিজন বনে,
একটী কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি শ্রী মেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত ধামে
মহেন্দ্র; কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌনভাবে
বসেন ত্রিদিবপতি রত্নসিংহাসনে;—
সুবর্ণমন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বর্গীশ্বরী কহিলা সুস্বরে;
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা! উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দহীন যেন!
চিত্রপুত্তলিকাসম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরামদায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্যদল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?"
উত্তরিলা অসুরারি; "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি!"
"পাইয়াছ অস্ত্র, কান্ত;" কহিলা পৌলোমী
অনন্তযৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্যবলে,

তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?"
উত্তরিলা দৈত্যরিপু; "সত্য, যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে?
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রানন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলি নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শরজাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস! ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে!" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতিখেদে সতীপ্রাণ কাঁদে রে সতত!)
বসিলা ত্রিদিবদেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারিদিকে; সরসে যেমতি
সুধাকরকররাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্ম! কিম্বা দীপাবলী

অম্বিকার পিঠতলে শারদ পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চিরবাঞ্ছা ! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী ;
হেন কালে মায়াদেবী উতরিলা তথা।
রতনসম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবিকরজালে
মন্দারকাঞ্চনকান্তি নন্দনকাননে !
   সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি পুটে সুরকুলনিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?"
   উত্তরিলা মায়াময়ী; "যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;
রক্ষঃকুল চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়শিখরে ;
লঙ্কার পঙ্কজরবি যাবে অস্তাচলে !
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়াজালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?
মরিবে রাবণি রণে ; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃপতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে

রঘুমিত্র? পুত্রশোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্তসদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।”
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন;—
“পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে,
মহামায়া, সুরসৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষসসংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে, মাতঃ মায়াজাল পাতি,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেবকুলপ্রিয়;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দম্ভিব কর্ব্বুরে।”
“উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতিনন্দন
বজ্রি!” কহিলেন মায়া, “পাইনু পীরিতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে।” এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
ইন্দ্রাণীর করপদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহাইন্দ্র শয়ন মন্দিরে—
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
ঘুঙ্ঘুরিল নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কন, কিঙ্কিণী

আর যত আভরণ; খুলিলা কাঁচলি;
শুইলা ফুলশয়নে সৌরকররাশি
রূপিণী সুরসুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চকুচে, কভু ইন্দুনিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিতফুলে অলি পায় বনস্থলে!
স্বর্গের কনকদ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈমদ্বার। বাহিরিয়া বিশ্ববিমোহিনী,
স্বপনদেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এইকথা; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তিভাবে
দানবদমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্নদেবি, যাও লঙ্কাপুরে,
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না [illegible]"
চলিগেলা স্বপ্নদেবী; নীলনভ[illegible]
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূত[illegible]

তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজে সৌমিত্রি শূর, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ, কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তিভাবে
দানবদমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।"
চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে!
হায় রে, নয়নজলে ভিজিল অমনি
বক্ষস্থল! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি;
পূরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণযুগ?" মুছি অশ্রুধারা,
চলিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জরগমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘুকুলরাজা।
চলিলা উত্তরমুখে অগ্রজের পদে;—
কতক্ষণে উত্তরি রঘুকুলপতি।
শি[illegible]বাহ, সা[illegible]ম্ময়ে সুমিত্রা জননী
[illegible]

কহিলেন; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজীমাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নানকরি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধফুল, পূজ ভক্তিভাবে
দানবদমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহীবিলাসী;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে
রাঘবরক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবরকূলে।
আপনি রাক্ষসনাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্করস্থল! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম শূলপাণি!
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে।
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব।"
"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃকুলোত্তম,
এ দাস;" কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদ্যপি

পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
কে রোধিবে গতি মোর? " সুমধুরস্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, "[illegible] যে এয়েছ
[illegible] হেতু তুমি, [illegible] সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসি[illegible]
তোমায়! কিন্তু কি করি? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্মবলে মহাবলী! আয়সীসদৃশ
দেবকুল আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে!"

প্রণমি রাঘবপদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণকরে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তরদ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীবমিত্র বীতিহোত্ররূপী
বীরবলদলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর; "কে তুমি? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ!" উত্তরিলা হাসি
রামানুজ, "রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি!
রাঘবের চিরদাস আমি"। অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুরসম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধাপতিরে,
[illegible] উর্ম্মিলাবিলাসী।
বাজিল বাঁশরী, বীণ[illegible] উদ্যান দুয়ারে
সপ্তস্বরা; উথলিল [illegible] দেখিলা অদূরে
[illegible] সুবরব চিত্ত [illegible] দীপিছে ললাটে

শশীকলা, মহোরগ ললাটে যেমতি
মণি! জটাজূট শিরে; তাহার মাঝারে
জাহ্নবী কলতরঙ্গা, শারদনিশাতে
কৌমুদীর রজঃপ্রভা মেঘপুঞ্জে যেন!
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ; শাল বৃক্ষসম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে: চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীরকেশরী; "দশরথ রথী,
রঘুজ অজ অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে, নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, আইস, বৃথা বিলম্ব না সহে!
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!"
যথা শুনি বজ্রনাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে;
"বাখানি সাহস তোর, শূরচূড়ামণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর!" ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী; কানন মাঝে পশিলা সৌ
শুনিলা চমকি বীর ঘোর সিংহনাদ;
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে

চৌদিকে! আইল ধাই রক্তবর্ণ আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি!
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়াসিংহ, হুতাশনতেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল শশী
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে!
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণপ্রভাদানে!
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ! বাহুবলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে:
কাঁপিল কনকলঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ডটঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি;
থামিল তুমুল ঝড়; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে!
কুসুমকুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্কণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা; উথলিল সে রবের সহ
[illegible] স্বরবর চিত্ত বিমোহিয়া!

দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানসসরসে, মরি, স্বর্ণ পদ্ম যথা!
কেহ তুলে পুষ্পরাশি, অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদরদনির্ম্মিত, মুকুতা খচিত
কোলম্বক; ঝক ঝকে হৈমতার তাহে,
সঙ্গীতরসের ধাম! কেহ বা নাচিছে
সুখময়া; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতনমালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ববিম্বে ক্বণিছে রশনা!
মরে নর কালফণীনশ্বরদংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত;
হায়রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গভূষণ শূলী? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল ধন লুটি কুসুম আগারে।

অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে

গাইল ; “ স্বাগত, ওহে রঘুচূড়ামণি !
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিবনিবাসী !
নন্দনকাননে, শূর, সুবর্ণমন্দিরে
করি বাস ; করি পান অমৃত সতত,
অমরী, স্থিরযৌবনা ! বরিনু তোমারে
আমা সবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি ! রোগ, শোক আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভবমণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন !” করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
“ হে সুরসুন্দরীবৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে !
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী ; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষস, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে !
নরকুলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে।” এতেক কহিয়া মহাবাহু
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন !
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী :
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া সংসারে ?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।

কতক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ;
পিঠতলে ফুলরাশি; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শংখ, ঘণ্টা; ঘটে বারি; ধূপ, ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুমবাসের সহ। পশিয়া সলিলে
সুরেন্দ্র, করিলা স্নান; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল; দশদিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্রকেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ," দেহ বর দাসে!
নাশি রক্ষঃশূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানবমনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব রসনা
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি!" গরজিল দূরে
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! ছুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে!
সম্মুখে লক্ষ্মণবলী দেখিলা কাঞ্চন
সিংহাসনে মহামায়া। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলীঝলকে!
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে

চৌদিক! হাসিলা সতী; পলাইল তমঃ
দ্রুতে; দিব্যচক্ষুঃলাভ করিলা সুমতি!
মঞ্জুর স্বরতরঙ্গ বহিল আকাশে।
   কহিলেন মহামায়া; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি! দেবঅস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে তোর এ কার্য্য শিবের আদেশে।
ধরি দেবঅস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগরমাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণতলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘবশ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখীকুল ফুলবনে, যন্ত্রীদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গলনিক্কণে!
বৃষ্টিলা কুসুমরাশি শূরবরশিরে
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।
"শুভক্ষণে গর্ভে তোরে ধরিল, লক্ষ্মণ,
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে
আকাশসম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!

দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী; কূজনিল পাখী
সুমধুরতরস্বরে সে নিকুঞ্জবনে।
কুসুমশয়নে যথা সুবর্ণমন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিত্, তথা
পশিল কূজনধ্বনি সে সুখসদনে।
জাগিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জবনগীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুরস্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কাণে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল! মিল, প্রিয়ে, কমললোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশীমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,
গোপিনীকামিনী যথা বেণুর সুরবে!
আবরিলা অবয়ব সুচারুহাসিনী
সরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে;—

পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী ;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুদ্বয় ? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে।
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ অশনিসম শর বরিষণে
রামের সংগ্রামসাধ মিটাব সংগ্রামে।”
সাজিলা রাবণবধূ, রাবণনন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে ; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী !
শয়নমন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে !
লজ্জায় মলিনমুখী পালাইলা দূরে
(ফুলদলে শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি)
খদ্যোত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ;
বাজিল রাক্ষস বাদ্য ; নমিল রক্ষক ;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগণে !
রতনশিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী। বহিল যান যানবাহদলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণমন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদরদমণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়নমনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে ! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কালদণ্ড সম

করে; অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুতকুসুম-
কাননসৌরভবহ। উথলিছে মৃদু
বীণাধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি!
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দুনিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণমন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিল বীরকেশরী; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষসরিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননীপদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী!)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গলহেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!
তবসম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনীগতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকাদল সুযন্ত্র মিলনে;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে,

রোহিণীগঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে। ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবনবিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবনমোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!”
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতীপদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরচুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!
শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদকৌমুদী;
তারাকিরীটিনী নিশি সদৃশী আপনি
রাক্ষসকুলঈশ্বরী! অশ্রুবারি ধারা
শিশির, কপোলপর্ণে পড়িয়া শোভিল!
কহিলা বীরেন্দ্র; “দেবি, আশীষ দাসেরে
নিকুম্ভিলাযজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশুভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শরজালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে!” উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়নজল রতনআচলে;—
“কেমনে বিদায় তোরে করি রে, বাছনি!

আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণশশী
আমার? দুরন্তরণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কালসর্পসম
দয়াশূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভমদে,
স্ববন্ধুবান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে, লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শরজালে! ও পদপ্রসাদে
চিরজয়ী দেবদৈত্যনরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তবপুত্র পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষসহ যত দেবকুলরথী;
পাতালে নাগেন্দ্র; মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?"
মহাদরে শিরচুম্বি কহিলা মহিষী;—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহীপতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগপাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে;
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,

নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!
শুনেছি মৈথিলীনাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পনখা মায়ের উদরে!”
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীরকুঞ্জর; “পূর্ব্বকথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!
নগর তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষসকুল, দেবদৈত্য নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিত? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্ধর্ষ রাক্ষসদলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে

ও পদরাজীবযুগ, সমর বিজয়ী!
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি॥"—
জলদপ্রতিমস্বনে স্বনিলা কেশরী।
মুছিয়া নয়ন জল রতনআঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী; "যাইবি রে যদি;—
রাক্ষসকুলরক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই:" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে;
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী!"
বন্দি জননীর পদে বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্রবধূসহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী
কুসুম বিবৃত পথে, যজ্ঞশালা মুখে।
সহসা নূপুরধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চিরপরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কাণে
প্রণয়িনীপদশব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহুপাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী,
"ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে;

সাজাইব বীরসাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশীকলা নাকি
রবিতেজে সমুজ্জ্বলা; দাসী ও তেমতি,
হে রাক্ষসকুলরবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে!"
[illegible]হারু উরসে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদলদলে
কি ছার শিশিরবিন্দু ইহার তুলনে?
উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কাসুশোভিনি।
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী—
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পালাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি যাই যজ্ঞাগারে।"
যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায়রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিত বলী,
ছাড়িয়া রতিপ্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে

করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষসকুল-ভরসা. অজেয় জগতে !
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে ?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
কতক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে,
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্, রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষসকুলহর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীরকেশরী
ভীমপ্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্যকুলনিত্যঅরি, দেবকুলপতি!"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্রনন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপাদৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে।
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"

বহে যথা সমীরণ পরিমলধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র! তা দেখি, সহসা
বায়ুবেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহবিধুরা গোপী যায় শূন্যমনে
শূন্যালয়ে! কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধেকাব্যে উদ্যোগো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।